সীমান্তের বাতিঘর : চিলাহাটি সরকারি কলেজ

মোঃ স্বপন মিয়া
প্রভাষক, বাংলা
চিলাহাটি সরকারি কলেজ, নীলফামারী

ঐ দেখা যায় লাল আভা
সূর্য উঠে উঠে,
সীমান্তের যত অন্ধকার
দ্রুতই যাবে কেটে।

তিস্তা-করতোয়ার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ নরম পলিমাটির মতই নরম মনের অধিকারী নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার ভোগডাবুড়ী ইউনিয়নের সাধারণ মানুষ। যুগ যুগ ধরে সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত এখানকার মানুষের মূল পেশা কৃষি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবর্ত এসব মানুষের অন্ধকার ঘরে বাড়ন্ত কেরোসিনের তেলে শিখা মিট মিট করে জ্বলে –তাদের মনের আলোও তেমনি।

জ্ঞান পিপাসায় ভবঘুরে আ. ত. ম. জহিরুল ইসলাম ভাবতে থাকেন এদের অন্তরে কি করে আধুনিক বিজলী বাতির উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করা যায়। জ্ঞান-অর্জনে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন নীলফামারী, রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর এই অর্জিত জ্ঞান কিভাবে নিজ এলাকায় বিতরণ করবেন এই বিষয়ে এলাকায় তার বন্ধু-বান্ধব, গণ্যমান্য সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি পরামর্শ করতে থাকেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থাই যখন হচ্ছিল না তখন শিক্ষার দিকে সরকারের মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ কোথায়? এমনই এক নাজুক সময়ে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এলাকায় আপামর জনগণের সহযোগিতায় এবং কিছু সমাজহিতৈষী ও নিঃস্বার্থ মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমান মার্চেন্ট স্কুলেল একটি আধাপাকা রুমের মাঝখানে বাঁশের বেড়ার পার্টিশন দিয়ে দুইটি শ্রেণিকক্ষ বানিয়ে চিলাহাটি সরকারি কলেজের প্রথম একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। তার পাশেই অধ্যক্ষের জন্য একটি ছোট রুমের অফিস স্থাপিত হয়। উল্লেখ্য, মার্চেন্ট স্কুল মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। ডিসেম্বরের ০৩ তারিখে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ঐ দিনই হলদিবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ০৫ ডিসেম্বর যৌথ বাহিনী ও পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে এই এলাকায় প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ০৬ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তানি সেনা বাহিনী ক্যাম্প লক্ষ করে ব্যাপক বোমা বর্ষণ করে। ফলে পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু এতে মার্চেন্ট স্কুলের প্রায় সব ভবনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭৩ সালে মার্চেন্ট স্কুলের এমন একটি ক্ষতিগ্রস্ত ভবন সংস্কার করে চিলাহাটি সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ততকালে আশেপাশে কোন কলেজ না থাকায় প্রথম একাডেমিক বর্ষেই এই কলেজে ৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠাকালীন কিছু তথ্য:

প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ : জনাব আ. ত. ম. জহিরুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি : জনাব জহিদুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক :
১। জনাব আব্দুল কাদের মুকুল
২। জনাব নাজমুল আলম প্রধান
৩। জনাব খোরশেদুল আলম দুলু
৪। জনাব হেনা মিয়া (শরীরচর্চা শিক্ষক)
(তালিকাটি অসম্পূর্ণ)

প্রতিষ্ঠাকালীন কর্মচারী :

১। জনাব মাহমুদ হোসেন (প্রধান সহকারী)
২। জনাব আতিয়ার রহমান
(তালিকাটি অসম্পূর্ণ)

প্রতিষ্ঠাকালীন সম্মানীত দাতা ও সহযোগী ব্যক্তিত্ব :

১। জনাব খায়রুল আনাম
২। জনাব মনোয়ার হোসেন
৩। জনাব আশরাফুল ইসলাম
৪। জনাব সফিউদ্দিন
৫। জনাব মোজাম্মেল হক প্রামানিক
৬। জনাব শামসুল হক
৭। জনাব আফসার উদ্দিন বসুনীয়া
(তালিকাটি অসম্পূর্ণ)

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলেজটি চিলাহাটি বাজার সংলগ্ন বর্তমান অবস্থানে স্থানান্তরিত হয়েছিল। স্থানান্তরের সময় বর্তমান জায়গাটি একটি আধাপাকা ভবনসহ Abandon Property হিসাবে সকারের হাতে ছিল। এই ভবনে কিছুদিনের জন্য একটি বিহারী পরিবার বাস করেছিল। আসেপাশের কেউ কেউ জায়গাটি দখলে নেওয়ার চেষ্টা করলে জহিরুল ইসলাম স্যার তৎকালীন নীলফামারীর ডিসি মহোদয়ের সাথে দেখা করে জায়গাটি কলেজের জন্য বরাদ্দ চাইলে ডিসি মহোদয় সাথে সাথে মৌখিক সম্মতি দেন। পরবর্তীতে সরকারি আদেশে জায়গাটি চিলাহাটি কলেজ বরাদ্দ পায়। Abandon ভবনটির সাথে মন্টুরাম আগারওয়াল নামের এক মারওয়ারীর ২৩ শতক জমি ছিল। তিনি যুদ্ধের সময় দেশ ত্যাগ করলে জায়গাটি মফা নামক জনৈক ব্যক্তি লিজ নেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার জায়গাটি কলেজের নামে বরাদ্দ দেয়।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ চিলাহাটিতে এক জনসভায় যোগ দেন। সেসময় এলাকাবাসী তাদের অন্যান্য দাবীর সাথে দুটি প্রধান দাবী নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করে।

দাবী-১: চিলাহাটি কলেজ জাতীয়করণ করতে হবে।

দাবী-২: ভোগডাবুড়ী, কেতকীবাড়ি, গোমনাতি ও জোড়াবাড়ি ইউনিয়ন নিয়ে চিলাহাটি সাব-ডিস্ট্রিক্ট ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস করতে হবে।

তখন জনসম্মুখে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ চিলাহাটি কলেজের জাতীয়করণের ঘোষণা দেন এবং চিলাহাটির কলেজের নাম হয়ে যায় "চিলাহাটি সরকারি কলেজ"।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে কলেজটিকে জাতীয়করণের উদ্দেশ্যে গঠিত 'ডিড অফ গিফ্ট কমিটি'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দের তালিকা:
জনাব জহিদুল ইসলাম (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি)
জনাব খায়রুল আনাম (জমি দাতা)
জনাব আ. তা. ম. জহিরুল ইসলাম (অধ্যক্ষ)
জনাব মোজাম্মেল হক প্রামানিক
জনাব আফসার উদ্দিন বসুনীয়া
জনাব আব্দুল লতিফ সরকার
জনাব এম এস এ কাদের (শিক্ষক প্রতিনিধি)

জনাব আব্দুর রাজ্জাক বসুনীয়া
জনাব নগেন্দ্র নাথ সরকার

এরপর তিস্তা-করতোয়া দিয়ে অনেক পানি প্রবাহিত হয়েছে, চিলাহাটি সরকারি কলেজেরও হয়েছে অনেক পরিবর্তন। উন্নত অবকাঠামো, আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থাসহ দক্ষ ব্যবস্থাপনায় কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানটিকে পৌঁছে দিয়েছে এক অনন্য উচ্চতায়।

চিলাহাটি সরকারি কলেজের স্থাবর সম্পত্তিঃ

মূল ক্যাম্পাসঃ

১। ছয় তলা বিশিষ্ট বিজ্ঞান ভবন
২। তিন তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবন
৩। পাঁচ তলা বিশিষ্ট নির্মাণাধীন ছাত্রী হোস্টেল
৪। অডিটোরিয়াম (নির্মাণাধীন)
৫। শহিদ মিনার
৬। কলেজ মসজিদ
৭। ছাত্র হোস্টেল ও পুকুর, আবাদি জমি ও খেলার মাঠ

একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন (পুরাতন)

চিলাহাটি সরকারি কলেজের সাম্প্রতিক সাফল্য :

২০২৩ সালে ডোমার উপজেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান(কলেজ) হিসেবে নির্বাচিত হয়। এ কলেজ হতে প্রতিবছর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে চিলাহাটি সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা সুনামের সাথে ভাল ফলাফল করে আসছে।

তথ্যসূত্র:
* কলেজ নথি * প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ * স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা
* এলাকার প্রবীণ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ * বিভিন্ন ওয়েবসাইট